JAN. [illegible] 2001

এখনো বিনামূল্যের পাঠ্যবই পৌঁছেনি

টাঙ্গাইল ও গোপালগঞ্জ জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

সংবাদ মফস্বল ডেস্ক ঃ টাঙ্গাইল ও গোপালগঞ্জ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের হাতে এখনো বিনামূল্যের পাঠ্যবই পৌঁছেনি। ফলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উল্লিখিত দুটি জেলা থেকে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো এ সংক্রান্ত কিছু বিবরণ আজ প্রকাশ করা হলো।

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ জেলার ১০টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে এখনো বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক পৌঁছেনি। ফলে এসব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া শুরু হয়নি। উপজেলাগুলো হলো মধুপুর, ঘাটাইল, গোপালপুর, ভুয়াপুর, কালিহাতি, বাসাইল, মির্জাপুর, নাগরপুর, সখীপুর ও দেলদুয়ার।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জেলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের কাছে যথাসময়ে শ্রেণীওয়ারি পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের চাহিদাপত্র পাঠানো হয়। এ নাগাদ মোট চাহিদার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বই জেলায় এসে পৌঁছেছে। যে বইগুলো এসেছে সেগুলোর সবই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর কোন বই এখনো এখানে এসে পৌঁছেনি। একই সূত্র জানান, জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য মোট চাহিদার পরিমাণ ১৪ লাখ বই। এর মধ্যে গত বছরের ২ লাখ বই মজুত আছে। তাই নতুন ১২ লাখ বইয়ের চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে। এ নাগাদ এর মধ্যে মাত্র ৪ লাখ বই পাওয়া গেছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর কোন পাঠ্যবই এখনো পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র টাঙ্গাইল সদর উপজেলার সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আংশিক বই সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু অন্য ১০টি উপজেলায় এখনো কোন বই পাঠানো সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার খলিলুর রহমান জানান, এ নাগাদ যে বই পাওয়া গেছে এবং গত বছরের মজুত বই ভাগ করে উপজেলাসমূহে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। খুব শিগগিরই উপজেলাসমূহে সরকারের সরবরাহকৃত পাঠ্যবই পাঠানো হবে। তিনি জানান, কর্তৃপক্ষ তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বই এখানে পাঠানোর পরই উপজেলাসমূহে সরবরাহ করা হবে।

গোপালগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীদের হাতে এখনো পর্যন্ত সরকারি পাঠ্যপুস্তক পৌঁছেনি। বিদ্যালয়সমূহে ইতোমধ্যে ক্লাস শুরু হলেও বইয়ের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া শুরু করতে পারেনি। ফলে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। জেলায় সরকারি ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭শ ৫৭টি। ছাত্রছাত্রী রয়েছে ১ লাখ ৬৯ হাজার ৪৬৩ জন। বইয়ের মোট চাহিদা রয়েছে ৫ লাখ ৫ হাজার ৭শ ৭৪টি। অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তরের বই না পাওয়ায় হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনাও মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর বোর্ড নির্ধারিত কোন পাঠ্যপুস্তকই এখনো পর্যন্ত বাজারে আসেনি।